দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য কে হচ্ছেন ?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য কে হচ্ছেন—তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে এখন চলছে জল্পনা-কল্পনা। নির্ধারিত মেয়াদের সমাপ্তি এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্তমান উপাচার্যের পরিবর্তন অনেকটা নিশ্চিত বলেই সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এ পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই বেশ জোরেশোরে লবিং শুরু হয়ে গেছে বলেও একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, জামায়াত-শিবিরের দাবি ও চাপের মুখে বিএনপি সরকার ১৯৮৫ সালের একটি অচল আইনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আলমগীর মোঃ সিরাজ উদ্দিনকে অব্যাহতি দেয়। এরপর চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৫-এর ৩০ ডিসেম্বর তাঁর নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বিগত সরকারের এক নির্বাহী আদেশক্রমে তিনি এখনও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই এ পদে নতুন লোক নিয়োগ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়মের একাধিক অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসাবে ইতোমধ্যে যাঁদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক আবদুল মান্নান, অধ্যাপক ডঃ অনুপম সেন, অধ্যাপক সিকান্দার খান, অধ্যাপক ফজলী হোসেন ও অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান। অবশ্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে আবদুল মান্নান, সিকান্দার খান ও অনুপম সেনকে বেশি সম্ভাবনাময় হিসাবে বিবেচনা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আঞ্চলিকতা' সব সময়ই একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। কেবল ছাত্র রাজনীতিতেই নয় উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সক্রিয় থাকে। এ যাবতকালের উদাহরণ থেকে দেখা যায়— উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের দু'টি পদের একটিতে অবশ্যই চট্টগ্রামের স্থানীয় লোককে নিয়োগ দিতে হয়। উপাচার্য যদি চট্টগ্রামের বাইরের হন, তাহলে উপ-উপাচার্যকে অবশ্যই হতে হবে চট্টগ্রামের। অনুরূপভাবে উপ-উপাচার্য বাইরের হলে উপাচার্য হবেন চট্টগ্রামের। একই নিয়মে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর বাড়ি নোয়াখালীতে এবং সে কারণেই উপ-উপাচার্য হয়েছিলেন চট্টগ্রামের ডঃ এম বদিউল আলম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিসহ সকল পর্ষদ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত শিক্ষক সমাজ জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বিপরীত দিকে ছাত্র রাজনীতিতে এগিয়ে আছে ছাত্র শিবির। ক্যাম্পাসের একমাত্র ছাত্রী হল ছাড়া সব ক'টি হলই ছাত্র শিবিরের দখলে। ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা কার্যত এদের হাতেই জিম্মি। এদের কারণেই পর্যাপ্ত যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা' থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজ উদ্দিনকে ১৯৯১ সালে সরে যেতে হয়েছিল। এবারের উপাচার্য নিয়োগে এ নিয়ামকসমূহও বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল ধারণা করছে। তবে পুরো বিষয়টিই নতুন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত বিলম্বিত হবে বলে জানা গেছে। নতুন রাষ্ট্রপতি তথা চ্যান্সেলর দায়িত্ব নেয়ার পরই শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি হয়ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনে উদ্যোগী হবেন।